দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মির্জাপুরে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরা উপবৃত্তির টাকা পায়নি

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল), ১২ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– শিক্ষা বর্ষের ২ মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও মির্জাপুর থানার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের উপবৃত্তি এবং বই কেনার টাকা দেয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

থানা উপবৃত্তি প্রকল্প অফিসের একটি সূত্র জানান যে, এ থানার ৩৫টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১১টি মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম এবং ১০ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত মোট ৬ হাজার ৬শ' ৮৬ জন ছাত্রী উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। এর মধ্যে ৪০ টাকা করে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ২ হাজার ৯শ' ৪৮ জন ছাত্রী, ৪৫ টাকা করে ৭ম শ্রেণীর ১ হাজার ৫শ' ২৪ জন ছাত্রী ৮০ টাকা করে, ৯ম শ্রেণীর ১১শ' ৪০ জন ছাত্রী এবং ৮০ টাকা করে, ১০ম শ্রেণীর ৮শ' ৭৭ জন ছাত্রী উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। এছাড়া উপবৃত্তির আওতাভুক্ত ৯ম শ্রেণীর প্রতিজন ছাত্রী ২৫০ টাকা করে বই কেনার এবং ২৫০ টাকা করে ১০ম শ্রেণীর প্রতিজন ছাত্রী রেজিস্ট্রেশন ফিও পায় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি উল্লেখ করেন। উপবৃত্তি এবং বই কেনার এই টাকা বছরে ২ কিস্তিতে সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের দেয়া হয়ে থাকে। প্রথম কিস্তি দেয়া হয় জুন–জুলাইয়ে এবং শেষ কিস্তি দেয়া হয় ডিসেম্বর–জানুয়ারিতে। গত '৯৫ সালের এ থানার উপবৃত্তির আওতাভুক্ত ছাত্রীদের প্রথম কিস্তির টাকা গত জুলাই মাসে দেয়া হলেও তাদের শেষ কিস্তির টাকা শিক্ষা–বর্ষের ২ মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও দেয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে থানা উপবৃত্তি প্রকল্প কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে গত ৩রা মার্চ 'সংবাদ'কে জানান যে, ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থানার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত বন্ধ হয়ে যায়। এরপর এল রমজান। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্যেও উপবৃত্তির টাকা প্রদানে বিলম্ব ঘটার একটি কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে শিক্ষাবর্ষের ২ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উপবৃত্তি এবং বই কেনার টাকা না পাওয়ায় বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর ছাত্রীদের পক্ষে তাদের অতি–প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক কেনা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।